যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তৌহিদ-উল-ইসলাম, বিএসপি, পিএসসি
প্রাক্তন সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী ইফতেখার-উল-আলম, পিএসসি
প্রাক্তন সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

মো. সাইদুর রহমান
সিনিয়র প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)

মো. হামিদুল হক
প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)

ফারহানা হক
সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)

তামান্না ফারিয়া
সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)

মো. জাহেদুর রহমান
হিসাব সহকারী

ফাতেহা সুলতানা
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

শুরু হলো
নব জীবনের পথচলা

মো. হাসিবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (সাধারণ) ও সহধর্মিনী

মো. শরিফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও সহধর্মিনী

জেবুননাহার সহকারী শিক্ষক (বাংলা) ও জীবনসঙ্গী

মো. শিয়াবুজ্জামান সহকারী শিক্ষক (বাংলা) ও সহধর্মিনী

মো. মুহাইমিনুল ইসলাম খান সহকারী শিক্ষক (সাধারণ) ও সহধর্মিনী

মো. আরমান হোসেন সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও সহধর্মিনী

আমাদের পরিবারের নতুন অতিথি

সাবিহা শেহজাদি সোহা
পিতা: মো. সোহেল রানা, প্রভাষক (ইংরেজি)

আতিক আহনাফ
পিতা: মো. সলিমুল্লাহ, প্রভাষক (রসায়ন)

আরওয়া রাবাব ইনায়া
মাতা: নূর-এ-নাসরীন, প্রভাষক (অর্থনীতি)

মুয়িয তাজওয়ার
পিতা: মো. মোশাররফ হোসেন, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

মারিয়ম আহসান আনাবিয়া
মাতা: সাদিয়া ফারজানা, সহকারী শিক্ষক (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

নাজিয়াত মেহরিবান নাবা
মাতা: জিনাত মমতাজ, সহকারী শিক্ষক (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

অরিত্র বর্মন রিত্র
পিতা: রথীন বর্মন, অফিস সহায়ক

হাউস পরিচিতি

নজরুল ইসলাম হাউস

'নব নবীনের গান' এ স্লোগানকে চির জাগরূক রেখে দৃপ্ত পদভারে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নজরুল ইসলাম হাউস। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্রোহ-প্রেম-সাম্য-মানবতার কবি। অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গান লিখে 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবে অভিধা পেয়েছেন। বৈচিত্র্যময় জীবনে তিনি কখনো রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন আবার কখনো হয়েছেন লেটো গানের দলের সদস্য। তিনি সেনাবাহিনীর হাবিলদার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তিনি কারাবরণ করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও সংগীত রচনা এবং পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি বাংলার শিল্প-সাহিত্যকে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আসীন করেছেন, উন্মোচন করেছেন একটি নতুন দিগন্ত। তাঁর রচিত 'চল, চল, চল' আমাদের রণসংগীত। নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বাংলা সাহিত্যের এ মহান দিকপালকে ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

হাউস মাস্টারবৃন্দ

অসিত কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক
হাউস মাস্টার

মোছা. বিলকিস আখতার
সহকারী অধ্যাপক
হাউস ডিসিপ্লিন মাস্টার

মো. সলিমুল্লাহ্
প্রভাষক
হাউস গেমস্ মাস্টার

শামীম আল-মামুন সরকার
প্রভাষক
হাউস কালচারাল মাস্টার

ফজলুল হক হাউস

'সত্যের আলোয় জীবন বিনির্মাণ'- এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ফজলুল হক হাউস তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলার বাঘ খ্যাত শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালে বরিশালের চাখার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু অবিভক্ত বাংলায় নয়, গোটা ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনের তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজনীতির বটবৃক্ষ, এক কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ, অর্ধ শতাব্দীর এক জীবন্ত ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলের সবচেয়ে লোভনীয় ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের ধরাবাঁধা চাকুরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে তিনি ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারি হন। একই সাথে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেছেন পৃথক একটি রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা পার্টি। ১৯২৪ এর শিক্ষামন্ত্রী, ১৯৩৫ এ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৭-৪৩ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী, ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও ১৯৫৬-এ পূর্ব বাংলার গভর্নর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। ১৯৩০-৩২ সালে লন্ডন গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নেতা, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেরও উত্থাপক তিনি। তিনি ছিলেন কৃষকদের প্রিয় 'হক সাহেব', লাঙল যার জমি তার' স্লোগান তাঁরই। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ২য় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমির সামনে তিন নেতার মাজারে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

হাউস মাস্টারবৃন্দ

ড. মো. কামাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক
হাউস মাস্টার

মো. মোজাম্মেল হোসেন
প্রভাষক
হাউস ডিসিপ্লিন মাস্টার

মো. আসলাম হোসেন
প্রভাষক
হাউস গেমস্ মাস্টার

দেবাশীষ রায়
সিনিয়র প্রভাষক
হাউস কালচারাল মাস্টার

হাউস পরিচিতি

জসীম উদ্‌দীন হাউস

'শেকড় থেকে শিখরে' এ স্লোগানকে সর্বদা প্রজ্বলিত করে চলছে জসীম উদ্‌দীন হাউসের কার্যক্রম। সবর্জন শ্রদ্ধেয় পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন ১৯০৩ সালে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার কবি যিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যাঙ্গনে আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কলকাতায় এম. এ. পড়ার সময় তাঁর স্বনামধন্য দুটো কাব্য 'রাখালী' এবং 'নকশী কাঁথার মাঠ' প্রকাশিত হয়। যার একটি করে কপি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কবিগুরু কাব্যগ্রন্থ দুটো পড়ে জসীম উদ্‌দীনকে বাংলাদেশের মুসলমান চাষীদের প্রতিনিধিত্বকারী পল্লিকবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি পল্লির মাটি ও মানুষের রূপকার। তিনি আধুনিকের সন্ধানী দৃষ্টি, মানবদরদী মন ও এক সহজাত শিল্পবোধের অধিকারে পল্লিকাব্যকে এমন একটা স্বাদুতা দিতে পেরেছিলেন যা শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই রস চেতনাকে নাড়া দিতে পেরেছিল। তিনি গ্রামের সবুজ কোমল রূপের পরম পূজারী হিসেবে গ্রামের মানুষকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পল্লির সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, ব্যথা, দ্বন্দ্ব-কলহ তাঁর কাব্যে খুব নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছেন। কবি জসীম উদ্‌দীন ১৯৭৬ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁকে ফরিদপুরে নিজ গ্রামে সমাহিত করা হয়।

হাউস মাস্টারবৃন্দ

কোরাইশী আবু মশিউর
সহকারী অধ্যাপক
হাউস মাস্টার

মো. বাবলু হোসেন
সিনিয়র প্রভাষক
হাউস ডিসিপ্লিন মাস্টার

মো. আনোয়ারুল কবীর
প্রভাষক
হাউস গেমস্ মাস্টার

ফেরদৌসী ইয়াসমিন
প্রভাষক
হাউস কালচারাল মাস্টার

বেগম রোকেয়া হাউস

'শেকল ভাঙার সুর' এ স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বেগম রোকেয়া হাউস। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া অন্তঃপুরবাসিনী জীবন শুরু করলেও সামাজিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল অতিক্রম করে বরণীয়-স্মরণীয় হয়ে আছেন বিদ্যাচর্চায়, শিক্ষা সংগঠনে ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে। অবরোধবাসিনীদের উন্মুক্ত বিশ্বে পদার্পণ করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি বিরাট ঝুঁকি নিয়ে, তা আমাদের সমাজ জীবনে আজ সার্থকতা লাভ করেছে। সমস্ত প্রতিকূলতার ভিতরেও আপন উদ্যম ও প্রচেষ্টায় বেগম রোকেয়া ইংরেজি ও বাংলায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসেবা ব্রত হলেও রোকেয়া কলম ধরেছিলেন সমাজকে জাগানোর লক্ষ্যে এবং এভাবেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তীক্ষ্ণ, ঋজু গদ্য লেখক এবং সমাজ সচেতন সাহসী সাহিত্যিক হিসেবে। তিনি ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন। বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু একই দিবসে, এ দিনটিকে 'রোকেয়া দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

হাউস মাস্টারবৃন্দ

মো. মোবাসেরুজ্জামান প্রধান
সহকারী অধ্যাপক
হাউস মাস্টার

মো. মহসীন আলম
সিনিয়র শিক্ষক
হাউস ডিসিপ্লিন মাস্টার

মো. সোহেল রানা
প্রভাষক
হাউস গেমস্ মাস্টার

শাহ্‌নাজ আক্তার মিলি
সহকারী শিক্ষক
হাউস কালচারাল মাস্টার

প্রিফেক্ট পরিচিতি

কলেজ প্রিফেক্ট

মাহমুদুল হাসান মেহেদী
কলেজ প্রিফেক্ট

শাহরিয়ার রহমান
কলেজ ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

মুর্তজা ইসলাম অর্থ
কলেজ গেমস্ প্রিফেক্ট

জিহান সাবা ঐশী
কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট

জিনাত ইমতিয়াজ
জুনিয়র প্রিফেক্ট

তাহমিদুর রহমান
জুনিয়র প্রিফেক্ট

ছাত্র হোস্টেল প্রিফেক্ট

মোসাদ্দেক ইসলাম মাহি
হোস্টেল প্রিফেক্ট

সুব্রত দাস
হোস্টেল ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

হাসিবুল আলম
হোস্টেল ডাইনিং প্রিফেক্ট

ফারহান নুরেন সিদ্দিকী
জুনিয়র প্রিফেক্ট

ছাত্রী হোস্টেল প্রিফেক্ট

প্রমি আক্তার
হোস্টেল প্রিফেক্ট

ফাইরুজ শাহানা
হোস্টেল ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

উম্মে হাবিবা তাসনিম
হোস্টেল ডাইনিং প্রিফেক্ট

আফরিন জাহান মিম
জুনিয়র প্রিফেক্ট

নজরুল ইসলাম হাউস

মুনতাকিম রিয়াসাদ
হাউস প্রিফেক্ট

রাইজা নওশিন অরিত্রা
হাউস ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

সোহেল রানা
হাউস গেমস্ প্রিফেক্ট

মৃণাল কান্তি রায়
হাউস কালচারাল প্রিফেক্ট

খন্দকার সাজেদ আহমেদ
জুনিয়র প্রিফেক্ট

তাবাস্সুম তাজনীন রওশিন
জুনিয়র প্রিফেক্ট

ফজলুল হক হাউস

হাসান মোমতাজ
হাউস প্রিফেক্ট

সিয়াম খান
হাউস ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

মো. শফিউল আলম
হাউস গেমস্ প্রিফেক্ট

রুকাইয়া ইশরাত জিনিয়া
হাউস কালচারাল প্রিফেক্ট

আরান্তা তাসনিম
জুনিয়র প্রিফেক্ট

মো. আরিফ
জুনিয়র প্রিফেক্ট

জসীম উদ্দীন হাউস

সিরাজুম মুনীর
হাউস প্রিফেক্ট

অপূর্ব কুমার রায়
হাউস ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

মেহেদী হাসান
হাউস গেমস্ প্রিফেক্ট

তাসনিম বুশরা আঁচল
হাউস কালচারাল প্রিফেক্ট

জ্যোতির্ময় বিষ্ণু
জুনিয়র প্রিফেক্ট

সাকিব ইমতিয়াজ
জুনিয়র প্রিফেক্ট

বেগম রোকেয়া হাউস

খন্দকার বোরহান উদ্দীন সিয়াম
হাউস প্রিফেক্ট

ফয়সাল মুস্তাকিম
হাউস ডিসিপ্লিন প্রিফেক্ট

আল-আমীন
হাউস গেমস্ প্রিফেক্ট

কুসুম আক্তার মেঘলা
হাউস কালচারাল প্রিফেক্ট

কাওমিন হাদিন
জুনিয়র প্রিফেক্ট

জারিন তাসনিম মাইশা
জুনিয়র প্রিফেক্ট

প্রাত্যহিক সমাবেশ

ক্যাডেট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
ENGLISH VERSION SCHOOL & COLLEGE
CENTRE OF EXCELLENCE
বাংলা ভার্সন স্কুল-২